পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ
খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

২য় বর্ষ । ৫ম সংখ্যা । ৫ অক্টোবর ২০১১ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ । স্বেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ০৬ email: jatiodak@gmail.com

সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির সেমুতাঙ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্র চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা পূরণ না করে সেমুতাঙের গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স। সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণেরই প্রাপ্য। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোন কিছুই বলছে না। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস প্রাপ্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সেমুতাঙ গ্যাস বিষয়ে জাতীয় ডাকের প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে খাগড়াছড়ির প্রবীণ শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা বলেন, সেমুতাঙের গ্যাস নিয়ে আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা মেটাতে হবে।

কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে এখন নিশ্চুপ রয়েছে, কোন কিছুই বলছে না। তাই গ্যাস প্রাপ্তির বিষয়ে আমাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ এটাই আমাদের ন্যায্য দাবি। আমাদেরকে চুপ করে না থেকে কর্মসূচি হাতে নিয়ে সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিতে হবে। তারপর সরকার যদি দাবি মেনে না নেয় তাহলে বুঝা যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতি সরকারের কোন দরদ নেই। তখন সরকারের খারাপ চরিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই দাবি বিভিন্ন সংগঠন থেকেও করতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলাপ করবেন বলেও তিনি জানান।

পানখাইয়া পাড়ার বিশিষ্ট মুরুব্বী ও সাবেক পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান কিরণ মারমা বলেন, সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা মেটাতে হবে। এই গ্যাসকে কেন্দ্র করে যদি শিল্প কারখানা

৭ম পাতায় দেখুন

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় এক ইউপিডিএফ সদস্য নিহত

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় এক ইউপিডিএফ সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম মোহন লাল চাকমা ওরফে জেনি (৩০) পিতার নাম রাঙাচান চাকমা, গ্রাম উগলছড়ি, বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন, রাঙামাটি।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় নিলয় চাকমার নেতৃত্বে জেএসএস সন্তু গ্রুপের ১৫/২০ জনের একদল সশস্ত্র সদস্য শিজক থেকে বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের তালুকদার পাড়ায় হানা দিয়ে ইউপিডিএফ সদস্য মোহন লাল চাকমার ওপর উপর্যুপরি গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় মোহন লাল চাকমা সাংগঠনিক কাজে তালুকদার পাড়ায় অবস্থান করছিলেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশান্তি চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে মোহন লাল চাকমার হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ

২য় পাতায় দেখুন

শহীদ রূপক চাকমার ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত : আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

গত ২১ সেপ্টেম্বর, বুধবার শহীদ রূপক চাকমার ১০ম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির জেলা সদরের নারানখাইয়ার রেডস্কোয়ারে বিকাল সাড়ে ৩ টায় প্রবীণ শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন। উন্মোচন শেষে উদ্বোধক অনন্ত বিহারী খীসা, শহীদ রূপক চাকমার পিতা বিমলেন্দু চাকমা ও দু'জন শিশু বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে রূপক চাকমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এর পরপরই অনন্ত বিহারী খীসার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

এরপর শহীদ রূপক চাকমার স্মরণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেনতে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের সমন্বয়ক কালোরিয়ে চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি পৌর কাউন্সিলর মিলন দেওয়ান মনাক্ক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক ধীমান খীসা, দেওয়ান বাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি দীপায়ন চাকমা, ল্যাম্পপোস্টের সম্পাদক নাহিদ সুলতানা মিসা ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক এম এম পারভেজ লেলিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও রূপক চাকমার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান। অনুষ্ঠানে প্রবীণ শিক্ষাবিদ অর্ধেন্দু শেখর চাকমা, পানখাইয়া পাড়ার বিশিষ্ট মুরুব্বী ও সাবেক পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান কিরণ মারমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী ও খাগড়াছড়ি পৌরসভার সাবেক কমিশনার সরোজ কুমার চাকমা, ধর্মপুর আর্য বনবিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র চাকমা, ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি রবিশংকর তালুকদার, অনন্ত মাস্টার পাড়ার বিশিষ্ট মুরুব্বী জ্যোতিষজ্ঞান চাকমা ও মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রবীণ শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, রূপক চাকমা এলাকায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পরিচিত নাম। তাঁর মৃত্যু কখনো প্রত্যাশিত ছিল না। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পার্বত্যাঞ্চলের জনগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমরা প্রতিমুহূর্তে তার অভাব অনুভব করি।

তিনি আরো বলেন, রূপক চাকমার যে কর্মকাণ্ড, সমাজের প্রতি তার যে দরদ তাতে আমরা অভিভূত হয়েছি। আমরা সমাজের তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বুক থেকে একজন জ্ঞানী মানুষকে হারিয়েছি।

তিনি বলেন, রূপক চাকমার মৃত্যুর মধ্যে ছিল তাঁর আত্মত্যাগ। তাঁর এই স্মৃতি ভাস্কর্য দেখে এলাকার জনগণ তাঁকে এবং তার আদর্শকে স্মরণ করবে। তার সংগঠনের অনুসারীরা তার স্মৃতি ভাস্কর্য দেখে অনুপ্রাণিত হবে এবং অধিক মনোযোগী হয়ে সমাজ সেবার কাজে নেমে পড়বে। প্রয়োজনে মৃত্যুকেও তারা উৎসর্গীত করবে।

মিলন দেওয়ান বলেন, শহীদ রূপক চাকমা একজন বাস্তববাদী নেতা ছিলেন। তার স্মৃতি এখনো আমাকে তাড়িত করে। রূপক চাকমার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে

২য় পাতায় দেখুন

রামগড়ে আবারো সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের জায়গা বেদখলের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন নাকাপা মৌজার পাতাছড়া ইউনিয়নের খেজুংপা কার্বারী পাড়ায় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটলার বাঙালীরা নাকাপা মৌজার পাহাড়ীদের ভোগদখলীয় আনুমানিক ১৫০ একর জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে খলিবাড়ি থেকে আলমগীর চেয়ারম্যান, ইদ্রিস লিডার ও রফিক মেম্বারের নেতৃত্বে ৪০/৪৫ জনের একদল সেটলার উক্ত জায়গায় গিয়ে জঙ্গল কাটা শুরু করে দেয়। পাহাড়িরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে কিছুক্ষণ পর পাতা ছড়া আর্মি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা গিয়ে সেটলারদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দেয়। ফলে পাহাড়িরা সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর

২য় পাতায় দেখুন

আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলা মিথ্যা, বানোয়াট, ষড়যন্ত্রমূলক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী : মাইকেল চাকমা

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা এক সংবাদ সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলা মিথ্যা, বানোয়াট, ষড়যন্ত্রমূলক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি বলে অভিযোগ করেছেন। দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস পর জামিনে মুক্তি পেয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতারের বিবরণ তুলে ধরতে গত ৩ অক্টোবর রাঙামাটির কুনুকছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নবুন কুমার চাকমা, কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুনীম চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক সোনামুনি চাকমা।

সংবাদ সম্মেলনে গ্রেফতারের বিবরণ তুলে ধরে লিখিত বক্তব্যে মাইকেল চাকমা আরো বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই,আমাকে যতবার গ্রেফতার করা হয়েছে ততবারই তা বেআইনীভাবেই করা হয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলা মিথ্যা, বানোয়াট, ষড়যন্ত্রমূলক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এভাবে আমার ওপর নির্দয় দমনপীড়ন, হয়রানি, গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সংগঠনকে দমিয়ে রাখা।

মাইকেল চাকমা তার গ্রেফতারের পিছনে জেএসএস (সন্তু লারমা) কে দায়ী করে বলেন, র‍্যাব আমাকে আটক করার পেছনে সন্তু লারমার (জেএসএস) সদস্যরা যে জড়িত এটা আমি প্রথমে ধারণা করি ও পরে সত্য বলে জানি। আমি যখন বণিকপাড়ায় যাই তখন সন্তু লারমা গ্রুপের

৭ম পাতায় দেখুন

লক্ষীছড়িতে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বোরকা সন্ত্রাসীদের মোটা অংকের চাঁদা দাবি : জনমনে আতঙ্ক

লক্ষীছড়িতে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি, দুল্যাতলী ও বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে সেনাবাহিনী দিয়ে ধরে এনে চাঁদা উশল করা হবে এই মর্মে হুমকি দিচ্ছে। যাদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করা হয়েছে তারা হলেন ১নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের ভুর্গাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুকোমল দেওয়ানের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা, একই পরিবারের বাবুল চাকমা, সবিরঞ্জন চাকমা ও তার পিতার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, কুমোজ্যা চাকমার কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা, নীচ বানরকাটা গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত চাকমার কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা, সীমানা পাড়ার বাসিন্দা

২য় পাতায় দেখুন

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে নান্যাচর কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

শিক্ষাই হোক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার, আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্র সমাজ সোচ্চার হোন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর কলেজ শাখার উদ্যোগে নান্যাচর কলেজের সকল নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ আগস্ট সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর কলেজ শাখার সভাপতি পুলক চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা, নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিপ্লু খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর থানা কমিটির সভাপতি প্রিয়লাল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা, নান্যাচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা ও সাবেং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিপাশা চাকমা ও উপস্থাপনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা। অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন নান্যাচর কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রিপ্পা চাকমা।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা মাইকেল চাকমা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা দীর্ঘদিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষ তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। এ্যাডভোকেট জুয়েল দাশ চৌধুরী মাইকেল চাকমার মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

গত ৮ ফেব্রুয়ারী মাইকেল চাকমা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী সাপ্তাহিকা রোডের বণিক পাড়া থেকে র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতার হন। এরপর চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালত গত ২৯ মে তাকে জামিন মঞ্জুর করলেও রাঙ্গামাটির জুরাছড়ির একটি হত্যা মামলায় শোন এ্যারেস্ট দেখিয়ে তাকে পুনরায় জেল গেট থেকে আটক করা হয়।

রাঙ্গামাটি জেলা দায়রা জজ আদালত গত ১৮ সেপ্টেম্বর উক্ত মামলায় জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে দায়েরকৃত সকল মামলায় জামিনের আদেশনামা চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর পরও জেল কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিতে নানা তালবাহানা করে। পরে গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় তাকে চট্টগ্রাম কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস কারাভোগের পর মাইকেল চাকমা কারাগার থেকে মুক্তি মুক্তি লাভ করলেন।

রামগড়ে আবারো সেটলার কর্তৃক

প্রথম পাতার পর

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পাতাছড়া ক্যাম্পের সেনারা সেটলারদের সাথে নিয়ে আবারো উক্ত জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে তারা পাহাড়িদেরকে উক্ত জায়গায় জঙ্গল কাটতে নিষেধ করে এবং বৈধ কাগজপত্র নিয়ে পাতা ছড়া ক্যাম্পে যেতে বলে। নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জায়গায় জঙ্গল না কাটার জন্য সেনারা নির্দেশ দেয়। সেনাদের এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব আচরণের ফলে স্থানীয় পাহাড়িদের মনে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যে কোন সময় সেটলাররা সেনাদের সহযোগিতা নিয়ে সেখানে সাম্প্রদায়িক ঘটনা সংঘটিত করতে পারে বলে তারা আশংকা করছেন।

খাগড়াছড়িতে বিজিবি ও সেনাবাহিনীর অস্ত্র উদ্ধার ঘটনার নেপথ্যে চাকরি বাঁচানো ও ভূমি বেদখলের চক্রান্ত

সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলার নাড়াইছড়ি ও রামগড়ে বিজিবি ও সেনাবাহিনীর কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে অস্ত্র উদ্ধারের খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। এর নেপথ্যে কারণ হচ্ছে চাকরি বাঁচানো ও পাহাড়িদের ভূমি বেদখলের চক্রান্ত।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার সময় রামগড়ের তবলা পাড়ার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সেনাবাহিনী অস্ত্র উদ্ধার করেছে বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, রাত ৮টায় সিন্দুকছড়ি জোনের মেজর আহসান উল্লাহ'র নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল তবলা পাড়ায় প্রবেশ করে। দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার পর তারা রাত সাড়ে ১১টার দিকে হৈ চৈ করে বের হয়ে যায়। পরে সিন্দুকছড়ি জোন কমান্ডার তবলা পাড়ার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানান। তবে স্থানীয় এলাকাবাসীর ধারণা ভূমি বেদখলের চক্রান্তের অংশ হিসেবে এ ঘটনা সাজানো হয়েছে। কারণ গত ২৩ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটলার বাঙালিরা রামগড়ে খলিবাড়ি এলাকার খৈয়ংগ্য কার্বারী পাড়ায় পাহাড়িদের ভোগদখলীয় আনুমানিক ২০০ একর জায়গা বেদখল করতে চাইলে স্থানীয় পাহাড়িরা এতে বাধা দেয়। এ ঘটনার রেশ ধরে সেনারা অস্ত্র উদ্ধারের নাটক সাজিয়ে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে পাহাড়িদের ভূমি বেদখলের চক্রান্ত জোরদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছেন।

অপরদিকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভোর আনুমানিক ৪টা সময়ে নাড়াইছড়ি বিজিবি ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন ফাহিমের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একদল বিজিবি সদস্য টহলে বের হয়। পথে তারা দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে একটি গ্রুপ নাড়াইছড়ির বাসিন্দা জোটিনেয়ে চাকমা (৫০)-এর বাড়িতে পরিকল্পিতভাবে তল্লাশি চালিয়ে একটি গাদা বন্দুক বের করে। অপর একটি গ্রুপ পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে আরো ৩টি বন্দুক উদ্ধার করে নিয়ে আসে। জোটিনেয়ে চাকমার বাড়ি থেকে যখন বন্দুক উদ্ধার করা হচ্ছিল তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তিনি বাঁশ কাটার জন্য কাইনে গিয়েছিলেন। বিজিবি সদস্যরা তাকে না পেয়ে তার পরিবারের অপর সদস্যদের বন্দুকসহ ছবি তোলে। বিজিবি ক্যাম্প থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে জোটিনেয়ে চাকমার বাড়ি। পরে বিজিবি সদস্যরা তার বাড়ি থেকে একটি বন্দুক পাওয়া গেছে স্থানীয় মুরুব্বীদের জানিয়ে দেয়।

অস্ত্র উদ্ধারের পর বিজিবি কমান্ডার ক্যাপ্টেন ফাহিম এলাকার কার্বারীদের ক্যাম্পে ডেকে পাঠায়। এ সময় তিনি বলেন যে, আপনাদের পানছড়ি জোন কমান্ডারের কাছে যেতে হবে। এখানে আমরা যে অস্ত্র উদ্ধার করেছি এটা যে সত্যি সেটা জোন কমান্ডারের কাছে জানিয়ে দিতে হবে। এরপর তারা পানছড়িতে বিজিবি জোন কমান্ডারের কাছে গিয়ে নাড়াইছড়ি বিজিবি কমান্ডারের অস্ত্র উদ্ধারের বিবরণ দিতে আসতে বাধ্য হন। কাজেই স্থানীয় এলাকাবাসীর ধারণা বিজিবি কমান্ডার ফাহিম-এর অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। এ বিষয়ে আরো জানা যায় যে, এলাকার জনগণের এক প্রশ্নের জবাবে ক্যাপ্টেন ফাহিম নিজেই বলেছেন যে, 'এখানে প্রায় নিয়মিত গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমি কোন কিছুই করতে পারছি না। চাকরি বাঁচাতেই আমাকে এটা করতে হয়েছে।'

লক্ষীছড়িতে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে

প্রথম পাতার পর

আলপেদা চাকমার কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা, সমলাল চাকমার কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা, যত্ন কুমার চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা,২নং দুল্যাতলী ইউনিয়নের দজর পাড়া গ্রামের বাসিন্দা সুরন কুমার চাকমার কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা, স্বর্ণ মোহন চাকমার কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা, মধ্য পাড়া গ্রামের বাসিন্দা কালোচ্যা চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, সাধন চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, কান্ত চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, আওজ চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, উপর বানরকাটা গ্রামের বাসিন্দা মহন চাকমার কাছ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, নয়ম্যা চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, চিকন্ত্যা চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, হাজাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা রিপন চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, কুমুরোবো চাকমার কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা, বিনয় কুমার চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ও চঞ্চন চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়নের মধ্যম বর্মাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা কর্ণ কুমার চাকমার কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা, ললিত চাকমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, দক্ষিণ গুকনাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ চাকমার কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা, গুইছড়ি গ্রামের বাসিন্দা কুলেন্দ্র চাকমার কাছ থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, পূর্ব গুকনাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা শান্তি কুমার চাকমার কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ও মনুরাম চাকমার কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা।

সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ও জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের প্রত্যক্ষ নির্দেশে বোরকা সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়িতে প্রকাশ্যে খুন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারা নির্মল চাকমা (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। প্রশাসন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তারা এসব অপকর্ম করতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হচ্ছে। ফলে তাদের ভয়ে বর্তমানে এলাকায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক শুক্র চাকমা অবিলম্বে সন্ত্রাসী বোরকা পার্টির সদস্যদের গ্রেফতারপূর্বক তাদের নির্বিচার চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শহীদ রূপক চাকমার

প্রথম পাতার পর

আমাদের নতুন প্রজন্মকে আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে।

তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের লেবাসধারী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র তা আজো অব্যাহত রয়েছে। শেখ মুজিবর রহমান যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদেরকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে অস্বীকার করে চলেছেন।

তিনি বলেন, সরকার যেখানে নিপীড়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয় সেখানে আন্দোলন অবশ্যই জোরদার হবে। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

দীমান খীসা বলেন, রূপক চাকমার আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। ছোটকাল থেকে আমি তাকে দেখে এসেছি। রূপক চাকমা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন কর্মী।

তিনি বলেন, রূপক চাকমা সমাজের জন্য, দেশের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন। তার এই আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, রূপক চাকমার মৃত্যু আমাকে মানসিকভাবে খুবই পীড়া দেয়। আমাদের মধ্যেকার ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত অচিরেই বন্ধ হওয়া দরকার। এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত কারোরই কাম্য নয়। তাই এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের জন্য আমি সকল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

উল্লেখ্য যে, রূপক চাকমা বিগত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ইউপিডিএফ-এর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার কাজে গিয়ে ২০০১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙের মধুমঙ্গল পাড়ায় জেএসএস সন্তু চক্রের সশস্ত্র হামলায় নিহত হন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্যকে খুনের প্রতিবাদে দিঘীনালায় বিক্ষোভ

জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্যকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি ইউপিডিএফ-এর দিঘীনালা ইউনিট কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলা সদর ও বাস স্টেশন ঘুরে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি আলো জীবন চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রাজেন্দু চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রবি লাল চাকমা।

বক্তারা বলেন, সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে খুনের রাজনীতি পরিচালনা করে আসছেন। এসব খুনের রাজনীতি পরিহার করে জনগণের কাতারে এসে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য বক্তারা সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে খুন-খারাবি করার পরও প্রশাসন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ফলে সন্ত্রাসীরা এ ধরনের অপকর্ম করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

বক্তারা অবিলম্বে মোহন লাল চাকমার খুনী সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এবং সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জেএসএস সন্তু গ্রুপের তালুকদার পাড়ায় ইউপিডিএফ সদস্য মোহন লাল চাকমাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র

প্রথম পাতার পর

গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বেলা ১টার দিকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলটি উপজেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কুলাবন হাইস্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি চিত্রেশন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন চাকমা, বঙ্গলতলী ইউনিয়নের মেম্বার শুভশান্তি চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি অতুল চাকমা।

বক্তারা বলেন, সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসে খুনের রাজনীতি পরিচালনা করছেন। তারা অবিলম্বে মোহন লাল চাকমার খুনী সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের গদি থেকে অপসারণের দাবি জানান।

লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই

৩য় পাতার পর

নিয়ে যায়। তাকে মারতে মারতে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। সারাদিন আটক রেখে মারধর করার পর বিকালের দিকে সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়। অপরদিকে ধন কুমার চাকমাকে গত ২ অক্টোবর বিকাল ৫টার দিকে তার শ্বশুর বাড়ি মানিকছড়ির দোজরী (ছোট কালাপানি) পাড়া থেকে অপহরণ করা হয়। তার কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা দুই লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করছে বলে জানা গেছে।

লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক ১ ব্যক্তি খুন

লক্ষীছড়িতে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা নির্মল চাকমা (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করেছে। নিহত ব্যক্তি খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুরদুরি গ্রামের (বরাচেকী উপর পাড়া) বাসিন্দা। তার পিতার নাম পুলিন্দ্র চাকমা।

নির্মল চাকমা এক সময় বোরকা পার্টির সদস্য ছিলেন। তবে দু' বছর আগে তিনি সন্ত্রাসী জীবন পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল পৌনে ৮টার দিকে বোরকা সন্ত্রাসীরা তাকে ফটিকছড়ির কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের "সরকারী ছেবা" নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় তিনি সুয়রহাট বাজারে যাচ্ছিলেন। গুলি করার পর তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে হামলাকারীরা তার শরীরে ছুরি চালায়।

হত্যাকারী দুই বোরকা সদস্যের একজনকে চেনা গেছে বলে ঘটনার সময় উপস্থিত লোকজন জানিয়েছেন। তার নাম হলো সুখ্য চাকমা।

ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি ইউনিটের সংগঠক শুক্র চাকমা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে নির্মল চাকমার হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি লক্ষীছড়িতে খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ ও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে বোরকাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

মানিকছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্র প্রহৃত

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন মোহখালী গ্রামের এক স্কুলছাত্র বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক প্রহৃত হয়েছে। তার নাম অমর বিকাশ চাকমা (১১) পিতার নাম গুড়িজ্যা চাকমা। সে বাল্লাপানি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার সময় স্কুলে যাবার পথে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে বিপিন চাকমাকে জিজ্ঞেস করে। সে বিপিন চাকমার কোন খোঁজ দিতে না পারায় সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে।

উল্লেখ্য যে, গত ২৪ আগস্ট বোরকা সন্ত্রাসীরা বিপিন চাকমাকে অপহরণ করে ৭০ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করে। তারপরও সন্ত্রাসীদের ভয়ে বিপিন চাকমা বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে।

মানিকছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তি অপহরণ : ৭০ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায়

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার লোজরী গ্রাম থেকে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তি অপহরণের শিকার হয়েছেন। তার নাম শক্তি মোহন চাকমা ওরফে বিপিন (৩০) পিতা : কালাচান চাকমা (তালুক্যা) গ্রাম : লোজরী, মানিকছড়ি।

গত ২৪ আগস্ট ২০১১, বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় বিজু চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র বোরকা সন্ত্রাসী মানিকছড়ি উপজেলার লোজরী গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা শক্তি মোহন চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর পরিবারের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ করা হলেও অপহৃতকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

সন্ত্রাসীরা শক্তি মোহন চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনা সম্পর্কে থানা বা পুলিশকে না জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে যায় এবং জানানো হলে অপহৃতকে জীবিত ফেরত দেয়া হবে না বলে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে গেছে বলে পরিবারের সূত্রে জানা গেছে। পরদিন ২৫ আগস্ট নগদ ৭০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্ত্রাসীরা শক্তিমোহন চাকমাকে মুক্তি দিয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

রাঙামাটিতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক দুই ব্যক্তি অপহৃত

জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য গত ৭ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে নটার দিকে রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়ির হাজাছড়া দুয়োআদাম থেকে জল কুমার চাকমা (৪৫) নামে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে। তার পিতার নাম মৃত উত্তরাকান্ত চাকমা।

জানা যায়, সন্তু গ্রুপের সদস্যরা প্রথমে তার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং এলাকাবাসীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির জন্য কয়েক রাউন্ড গুলি করে। এ সময় জল কুমার চাকমার স্ত্রী পুষ্পমুখী চাকমা ভয়ে মূর্ছা যান। পরে বাড়িতে ঢুকে তারা জল কুমার চাকমাকে নিয়ে যায়। তিনি ইউপিডিএফ-এর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার সময় কাপ্তাই লেকের ঘাট থেকে তার ইঞ্জিন চালিত বোটও নিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক অলকেশ চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত অপহরণ ঘটনাকে কাপুরুষোচিত আখ্যায়িত করে তার তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে জল কুমার চাকমার মুক্তি দাবি করেন।

ইউপিডিএফ নেতা সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে বলেন, "এখনো সময় আছে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে জনগণের আন্দোলনে শরীক হোন; তা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে আপনাকে একজন জাতীয় বেঈমান, কুলাঙ্গার ও খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে হবে।"

অপর এক ঘটনায় গত ১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্য বীরোত্তম চাকমার নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙামাটি জেলার জীবতলী ইউনিয়নের বলাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা নতুন চন্দ্র চাকমার ছেলে লক্ষী বিজয় চাকমাকে (২০) নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা কাপ্তাই উপজেলার আমতলীতে যোগাযোগ করতে পরিবারবর্গকে নির্দেশ দিয়ে যায়।

অন্যদিকে রাঙামাটির রাজস্থলী থেকে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ সমর্থিত তিন পরিবারকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

দিঘীনালায় সেনাবাহিনী কর্তৃক আট নিরীহ ব্যক্তিকে আটকের পর মুক্তি

গত ২৪ আগস্ট সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১টার সময় বাবুছড়া আর্মি ক্যাম্প হতে ১০/১২ জনের একদল সেনা গোবিন্দ পাড়ায় টহল দিতে যায়। এ সময় সেনারা গোবিন্দ কার্বারী পাড়ায় ব্যাপক তল্লাশী চালায় এবং পাড়ার লোকজনকে ধরপাকড় করে। তল্লাশীর এক পর্যায়ে সেনারা ৩ জনের ঘরে প্রবেশ করে অস্ত্র খোঁজার নামে বাড়ির ভিতর কোদাল দিয়ে খুঁড়তে থাকে। খুঁড়েও কিছু না পেয়ে সেনারা গোবিন্দ পাড়া থেকে ৮ ব্যক্তিকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর ৪ জনকে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়া হলেও বাকী ৪ জনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। যাদেরকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় তারা হলেন ১. ধর্মধন চাকমা (৩০), পিতা-রাঙাবিধো চাকমা, গ্রাম : যতু কুমার কার্বারী পাড়া, বাবুছড়া ইউনিয়ন, ২. বীরসুর চাকমা (৬০) পিতা : সুরেশ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম : গোবিন্দ পাড়া, বাবুছড়া ইউনিয়ন, ৩. অমর শান্তি চাকমা (৩৫) পিতা : বীরসুর চাকমা, গ্রাম : ঐ, এবং ৪. সবার ভূষণ চাকমা (৩৬) পিতা : কাগা চাকমা, গ্রাম : লক্ষীছড়ি, সাজেক ইউপি, বাঘাইছড়ি। সবার ভূষণ চাকমা লক্ষীছড়ি রেজিঃকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সে বাবু ছড়ার গোবিন্দ পাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁদেরকে দিঘীনালা থানায় নেয়ার পর স্থানীয় মুরুব্বীদের মাধ্যমে বিকালে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

সেনারা যাদের বাড়ি খুঁড়ে দেয় তারা হলেন, ১. প্রভাত কুসুম চাকমা (৪৫) পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম- গোবিন্দ পাড়া, বাবুছড়া, ২. বীরসুর চাকমা (৬০) পিতা মৃত সুরেশ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঐ, ৩. অমর শান্তি চাকমা (৩৫) পিতা বীরসুর চাকমা, গ্রাম-ঐ।

সুবলঙে সেনাবাহিনীর অভিযান: বাড়িঘরে তল্লাশি

গত ১৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার সময় রাঙামাটি সেনা জোনের জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল সেনা রাঙামাটির বরকল উপজেলার সুবলঙ ইউনিয়নের চিলাক ডাক গ্রামে অভিযান চালিয়েছে। সেনারা রাতে গিয়ে সেখানে অবস্থান নেয় এবং পুরো গ্রামটি ঘেরাও করে রাখে। সকাল ছয় টার দিকে তারা অপারেশন শুরু করে। এ সময় সেনারা উত্তম চাকমা ও রবিচান চাকমার বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির সকল জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। সেনাদের সাথে মুখোশ পরিহিত অবস্থায় তিন জন লোক ছিল। তাদের মধ্যে থেকে জেএসএস সদস্য হরিশ্চন্দ্র চাকমা ওরফে মিহির চাকমাকে এলাকাবাসী চিনতে পারলেও বাকীদের চিনতে পারেনি।

তল্লাশি চালানোর পরও কোন কিছু না পেয়ে ক্যাম্পে চলে যাবার সময় জনৈক ক্যাপ্টেন বলেন যে, ইউপিডিএফ রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠন নয়। ইউপিডিএফ করলে মরতে হয়। গতবারে এখানে ইউপিডিএফ-এর ৪ জন মারা গেছে। কাজেই তোমরা ইউপিডিএফ করো না। জনৈক ক্যাপ্টেন নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তোমাদের ছেলেমেয়েকে ইউপিডিএফ-এর সাথে কাজ করতে দেবে না। তিনি আরো বলেন যে, জেএসএস রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠন। কাজেই জেএসএস করলে কোন অসুবিধা হবে না। এ সময় জনৈক ক্যাপ্টেন তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটি মোবাইল নাম্বারও দিয়ে আসেন।

আলুটিলা রিসাং ঝর্ণায় বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী ধর্ষিত

খাগড়াছড়ির আলুটিলা রিসাং ঝর্ণা এলাকায় এক পাহাড়ি (মারমা) নারী বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। আজ ৩ আগস্ট বুধবার বিকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে। মেয়েটির বাড়ি মানিকছড়ির হাতিমুড়া এলাকায়।

গত ৩ আগস্ট সকালে আলুটিলার রিসাং ঝর্ণায় বেড়ানোর নাম করে গুইমারা বাজারে এলাকার সুকুমার চন্দ্র শীলের পুত্র শংকর চন্দ্র শিল(২৮)নামে এক মোটর সাইকেল চালক মেয়েটিকে আলুটিলার রিসাং ঝর্ণায় নিয়ে আসে। সেখানে শংকর চন্দ্র শিল-এর সাথে মুকুল আলম ওরফে টেপ্পু ও আশীষ চৌধুরী নামে আরো দু'জন বাঙালি ছেলে যোগ হয়। পরে তারা মেয়েটিকে রিসাং ঝর্ণা উপরে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় ঝর্ণায় বেড়াতে আসা অপরাপর লোকজন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে শংকর চন্দ্র শীল-কে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তবে অপর দুজন বাঙালি ছেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে স্থানীয় এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দিলে মাটিরাঙ্গা থানার ওসি মিজানুর রহমান এসে শংকর চন্দ্র শীল ও মেয়েটিকে মাটিরাঙ্গা থানায় নিয়ে যায়। মেয়েটি ধর্ষিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। মেয়েটির পিতা খুইপ্রু মারমা ধর্ষণকারী শংকর চন্দ্র শীল সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ শংকর চন্দ্র শীলকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

ঘটনার প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ৪ আগস্ট বিকালে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই ব্যক্তি অপহৃত

সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি থেকে পৃথক পৃথক ভাবে দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তারা হলেন থুইচাই মারমা (১৪) পিতা আপ্রোজং মারমা, মুধা পাড়া, লক্ষীছড়ি ও ধন কুমার চাকমা (৩৬) পিতা টিনক্যা চাকমা, গ্রাম কলাছড়ি, বর্মাছড়ি। এর মধ্যে থুইচাই মারমাকে গত ৪ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টার সময় ফটিকছড়ির কাঞ্চনপুরের সমুরহাট বাজার থেকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে

২য় পাতায় দেখুন

স্যারের সাথে জেএসএস-এর একটা চুক্তি হয়েছে, সে চুক্তি মোতাবেক কাজ চলছে

- এ্যাডজুটেন্ট সাঈদ সাজ্জাদ

গত ২ আগস্ট, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার সময় বোরকা সন্ত্রাসীদের উদ্ধার করতে লক্ষীছড়ি সেনা জোন থেকে এ্যাডজুটেন্ট সাঈদ সাজ্জাদের নেতৃত্বে একদল সেনা লক্ষীছড়ি উপজেলার যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় যায়। সেখানে রবীন্দ্র চাকমার দোকানে গিয়ে কয়েকজন সেনা সদস্য এ্যাডজুটেন্ট সাঈদ সাজ্জাদের কাছে জানতে চায়, "স্যার, এটা কি হচ্ছে, তারা ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করছে কেন? এটা তো বুঝতে পারছি না।"

উত্তরে এ্যাডজুটেন্ট সাহেব তাদেরকে বলেন, "তোমরা এটা বুঝবে না। জেএসএসকে সমর্থন করে আওয়ামী লীগ সরকার, আর ইউপিডিএফ-কে সমর্থন করে ব্যাপক জনগণ এবং দেশেও ইউপিডিএফ-এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এছাড়া বিদেশেও তাদের সমর্থন আছে, এমনকি আমেরিকাও তাদের সমর্থন করে। স্যারের (লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার) সাথে জেএসএস-এর একটা চুক্তি হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার আরো দুই-আড়াই বছর ক্ষমতায় আছে। এই দুই আড়াই বছরের মধ্যে ইউপিডিএফ-কে লক্ষীছড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জেএসএস-কে বসিয়ে দেয়া হবে। সে চুক্তি মোতাবেক কাজ চলছে। এখন তো কেবল শুরু হয়েছে।"

উক্ত এ্যাডজুটেন্ট সাহেবের কথা দোকানে উপস্থিত সবাই শুনতে পেয়েছে এবং ইতিমধ্যে তা লক্ষীছড়ির জনগণের মুখে মুখে ফিরছে।

উল্লেখ্য, গত ২ আগস্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ির যতীন্দ্র কার্বারী পাড়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে হানা দিলে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এতে তিন জন বোরকা সন্ত্রাসী আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করতে সেনা সদস্যরা সেখানে গিয়েছিল।

পানছড়িতে পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার মরাটিলার কর্ম পাড়ায় মো: করিম কর্তৃক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের এক নারীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারীকে গ্রেফতারের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা।

বক্তারা পানছড়িতে ধর্ষণের ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বার বার এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

৭ম পাতায় দেখুন

২য় বর্ষ ৷ ৫ম সংখ্যা ৷ ৫ অক্টোবর ২০১১ ৷ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

২য় বর্ষ ৷ ৫ম সংখ্যা ৷ ৫ অক্টোবর ২০১১

মর্ত্যের দানবদের ধ্বংস করতে চাই নতুন দুর্গাদেবীদের!

পৌরাণিক কাহিনী মতে, ব্রহ্মার বর লাভ করে মহিষাসুর এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তাকে আর কোন দেবতা অর্থাৎ পুরুষ বধ করতে পারত না। মহিষাসুর নামের এ দানব ক্ষমতা ও শক্তির দম্ভে মদমত্ত হয়ে স্বর্গ-মর্ত্যে তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিল। এমনকী স্বর্গ থেকেও দেবতাদেরও পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বর্গচ্যুত ক্রুদ্ধ দেব-দেবীরা সে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ হতে। বিষ্ণুর পরামর্শে মহিষাসুরকে (যে পুরুষের অবধ্য) পরাস্ত করতে দেবতারা সম্মত হয়েছিল প্রত্যেকে নিজেদের ক্রোধরাশি থেকে সৃষ্ট তেজ ও অস্ত্র দুর্গাদেবীর নিকট হস্তান্তর করার। দেবতাদের শক্তি ও অস্ত্রে সুসজ্জিত দুর্গাদেবী সিংহের পিটে চড়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যুদ্ধে। নয় দিন নয় রাত্রি যুদ্ধে মহিষাসুরের বক্ষে শূল বিদ্ধ করে দানবের পতন ঘটিয়েছিল দুর্গাদেবী।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মূল চেতনা হচ্ছে, জীবের দুর্গতি নাশ। মহিষাসুর ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হয়ে মর্ত্য এবং স্বর্গে তাণ্ডবলীলা শুরু করলে তা থেকে নিস্কৃতি পেতে দুর্গাদেবীকে যুদ্ধে নামাতে হয়েছিল। এ থেকে আরও শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে এই, পুরুষের অবধ্য হলেও দেবী অর্থাৎ নারীর হস্তে মহাশক্তিধর অসুরকে পরাস্ত করা সম্ভব। দানবীয় শক্তির পতন ঘটাতে সকল শক্তি সম্মিলিত করতে হয়, যেমন করতে হয়েছিল মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবতাদের।

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ গোটা বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে তাকালে মহিষাসুর রূপী সন্ত্রাসী-লুটেরা-ভূমি দস্যু-সামরিক-বেসামরিক আমলাদের দানবীয় শক্তির যে তাণ্ডবলীলা নারকীয় উল্লাস দেখা যায়, তা থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য নতুন যুগের দুর্গাদেবীদের আবির্ভাব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এটি আরও বেশি প্রযোজ্য এবং নারীদের দুর্গাদেবীর মত শূল হাতে নিয়ে মহিষাসুর রূপী দৈত্য-দানবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

লামায় ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে একই পরিবারের তিন জনকে হত্যা, মানিকছড়িতে নিজ বাড়িতে ধর্ষণের পর হত্যা, কমলছড়িতে স্বামীর জন্য খাবার দিতে নারীকে ধর্ষণ ও হত্যা, আলুটিলার রিজাং ঝিড়িতে বেড়াতে নেয়ার নামে ধর্ষণ, মাটিরাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে পরীক্ষা দিতে যাবার পথে ধর্ষণ ও গুম, পানছড়িতে জুম ক্ষেত থেকে বাড়িতে ফিরে ধর্ষণের শিকার, দীঘিনালা, লংগদুসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ক্যাম্প ও সেটলার পাড়ার সন্নিকটে সংঘটিত এ ধরনের ঘটনার তালিকা দীর্ঘ। কেবল কল্পনা চাকমার অপহৃত হবার ঘটনাটিই সবচে' তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সে পর্যন্তই। সরকার চিহ্নিত অপহরণকারীদের ১৩ বছরেও শাস্তি দেয় নি, দেবার লক্ষণও নেই। দুর্গাদেবীর মত কল্পনার হাতেও যদি শূল নয়ত দা-ছুড়ি-এন্টি-কাটার বা সে জাতীয় অস্ত্র থাকত, তাহলে লে. ফেরদৌসরা নিশ্চয় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার স্পর্ধা দেখাতে পারত না। সে ধরনের করতে গেলে লে. ফেরদৌসকেও মহিষাসুরের মত বুকে শূল বিদ্ধ হবার পরিণতি বরণ করতে হত। তখন সেটাও হত সংগ্রামী মানুষের নিকট পূজা উৎসবের মত ব্যাপার, স্থাপিত হত প্রতিরোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!।

লক্ষণীয় যে, একা দুর্গাদেবীর পক্ষে মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা সম্ভব ছিল না, তার সাথে ছিল সকল দেবতাদের ক্রোধরাশি থেকে উৎপন্ন তেজ আর শক্তি। সহায়ক হিসেবে আরও ছিল সিংহ, যার পিটে চড়ে নয় দিন নয় রাত্রি যুদ্ধ করেছিল। দানব মহিষাসুরেরও শুধু নিজের শক্তিতে পৃথিবীতে তাণ্ডবলীলা চালানোর বা স্বর্গ দখল করে দেবতাদের বিতাড়িত করার অবস্থা ছিল না, তার পেছনে ছিল ব্রহ্মার বর। সেটাই তাকে পুরুষের অবধ্য শক্তিশালী ও বেপরোয়া করে তুলেছিল। আজকের দিনে মহিষাসুর রূপী সন্ত্রাসী দানবদের পেছনে রয়েছে স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় ইন্ধন। রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগসাজশ। দুর্গম সাজেক, শনখলা পাড়া..ইত্যাদি পাহাড়ি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুটিকতক বহিরাগত সেটলারের পক্ষে ভূমি বেদখল ও আগ্রাসন চালানো কখনই সম্ভব হত না, নিজ বাস্তুভিটা থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। সেনা ও রাষ্ট্রীয় মদদ পেয়েই বহিরাগত সেটলাররা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের বংশ পরম্পরার ভিটে-বাড়ি জায়গা-জমি থেকে বিতাড়িত করার অভিযানে লিপ্ত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীল নক্সা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হত্যা-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তাণ্ডবলীলা অব্যাহত রেখেছে। তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এ বছর ১৭ এপ্রিল রামগড়ের শনখলা পাড়ায় সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ। তার আগের বছর ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি একইভাবে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল সাজেক ও খাগড়াছড়িতে ।

মনে রাখা দরকার, আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী-লুটেরা-ভূমি দুস্যরা পৌরাণিক কাহিনীর অসুরদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয় অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে সংগ্রামী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নিয়োজিত করতে হবে সবার সম্মিলিত শক্তি।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর 'শান্তির মডেল' ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি

অনন্ত মারমা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে বক্তব্য দিতে গিয়ে বিশ্বের কাছে 'শান্তির মডেল' হাজির করেছেন। একটি পত্রিকা লিখেছে: 'বিশ্বকে পাল্টে দিতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের শান্তি নিশ্চিত করতে "জনগণের ক্ষমতায়ন এবং শান্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেল" নামক শান্তির এক রূপরেখা বিশ্ব নেতাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালনে এই মডেল বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।' প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় আরও বলেন 'শান্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রয়োজন, আর শান্তি হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত।'

ভাবতে অবাক লাগে, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে, বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, যিনি নিজের স্বাক্ষর করা "শান্তিচুক্তি" পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে অনাগ্রহী, তিনি কিনা আবার বিশ্বের কাছে শান্তির মডেল উপস্থাপন করেন!

তথাকথিত পার্বত্য 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মনে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার চাপা খায়েশ (বা দুরাশা) আছে বলে অনেকে ধারণা করেন। সেই পুরস্কার পাওয়ার উদগ্র বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি এই 'শান্তির মডেল' উপস্থাপন করেছেন কী না সে ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তাকে দোষ দেয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে যে যাই মনে করুক, প্রধানমন্ত্রীর মুখে এই শান্তির বুলি অত্যন্ত বেমানান। বিশ্বের দরবারে শান্তির মডেল উপস্থাপনের আগে প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল অন্ততঃ একটি বার নিজের ঘরের দিকে নজর দেয়া। নিজের দেশে আগে শান্তি স্থাপন করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা পরে হবে। বাংলাদেশে কোথাও কি আজ শান্তি আছে? দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধগতি, গ্যাস-পানি-বিদ্যুত সংকট, চারিদিকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, নারী ধর্ষণ, খুন, ক্রসফায়ারের নামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বেআইনী হত্যাকাণ্ড, হেফাজতে মৃত্যু, আইনের শাসনের অপমৃত্যু ইত্যাদির কারণে জনজীবনে শান্তি আজ নির্বাসিত। সরকার যেন নিজ জনগণের বিরুদ্ধেই এক অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আজ দেশের যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে চরম বেহাল দৃশ্য: রাস্তাঘাট, পরিবহন, ঢাকা-চট্টগ্রামের ট্রাফিক ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার বাজার, আইনশৃঙ্খলা। চারিদিকে কেবল নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। এরপরও ক্ষমতায় আসীন নেতা-নেত্রীরা রাতে কীভাবে ঘুমাতে পারেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

আর অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কেমন? সবার জানা, বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার গত মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার সময় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মৌলিক দাবিগুলোর কোনটি পূরণ না হওয়ার পরও তাকে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু স্বাক্ষরের প্রায় চৌদ্দ বছর পরও সেই অসম্পূর্ণ চুক্তি আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। বাস্তবায়নের আশাও আর নেই। ইউপিডিএফ এই চুক্তিকে আত্মসমর্পণের দলিল বলে আখ্যায়িত করেছিল। আজ সেটাই সত্যে পরিণত হল। সরকার শুধু যে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করেনি তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে সাংবিধানিকভাবে তারা আজ বাঙালি হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ আজ এক-জাতি রাষ্ট্র। বাঙালি ছাড়া চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, মুনিপুরি (ইত্যাদি) জাতির অস্তিত্ব সংবিধানে স্বীকার করা হয়নি। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অস্তিত্ব পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যেই যে সাংবিধানিকভাবে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর এটা করেছে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং শেখ হাসিনা, যিনি নিজেকে 'শান্তির পক্ষের একজন নির্ভীক যোদ্ধা' বলে প্রচার করতে পছন্দ করেন।

১৯৯৮ সালে জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পণের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর সশস্ত্র সংগ্রাম জারী নেই। বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতিও বিরাজমান নেই। কিন্তু তারপরও সেখানে লক্ষাধিক সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে সেখানে সেনা ছাউনি ও যখন তখন গ্রামে গ্রামে সেনা অভিযান আগের মতোই রয়েছে। এক কথায় যুদ্ধ পরিস্থিতি না থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনো পর্যন্ত বিশ্বে যে কয়টি প্রবল সামরিকায়িত অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে একটি। এ কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন এখনো নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে রয়ে গেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাহাড়িদের গ্রামে তিনটি বড় ধরনের হামলা সংঘটিত হয়েছে। এতে শত শত ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, বহু পরিবারের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। এই সব হামলায় সামরিক অথবা আধা-সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। এ ছাড়া ভূমি বেদখলেও রয়েছে তাদের ভূমিকা। ভূমি বেদখলে অর্থাৎ পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে বাঙালি সেটলারদের পুনর্বাসনে আর্মিরা সরাসরি নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যে তিন বড় হামলার কথা উপরে বলা হয়েছে সেই হামলার উদ্দেশ্যও ছিল পাহাড়িদের জমি দখল। গত চার দশকে যে হাজার হাজার একর জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে পাহাড়িরা তা এখনো ফিরে পায়নি। মোট কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তার জাতিসংঘের বক্তৃতায় ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোথায় ন্যায়বিচার? কে কবে কোথায় শুনেছে যে, যেখানে সামরিক বাহিনীর রাজত্ব সেখানে কখনো শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে? তাই পাহাড়ি গ্রামে হামলা, ধর্ষণ, জ্বালাও পোড়াও, ভূমি বেদখল ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আজ পর্যন্ত কারো শাস্তি হয়নি, কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌসের বিচার হয়নি। সাজেকে, লংগদুতে ও রামগড়ে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সমতলে আপনারা একদিনও সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে থাকতে পারেন না, অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদেরকে আপনারা যুগের পর যুগ সেনাশাসনের অধীনে থাকতে বাধ্য করছেন। এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

ভাবতে অবাক লাগে, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে, বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, যিনি নিজের স্বাক্ষর করা "শান্তিচুক্তি" পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে অনাগ্রহী, তিনি কিনা আবার বিশ্বের কাছে শান্তির মডেল উপস্থাপন করেন! আপনি আগুরি অপরে ধর্ম শেখাও। তাই অন্যকে শান্তির মন্ত্র শোনানোর আগে, অন্যকে শান্তি সম্পর্কে উপদেশ দেয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর উচিত নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের দেশে শান্তি স্থাপন করা, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও সেটলারদের সমতলে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা, সাজেক, লংগদু, রামগড়সহ বিভিন্ন হামলার সাথে জড়িতদের শাস্তি দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ভূমি অধিকারসহ পাহাড়িদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলো হলো ন্যূনতম পদক্ষেপ যা সরকারকে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বকে এ কথা বুঝতে ও স্বীকার করতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়োজিত রেখে ও তাদের দিয়ে পাহাড়িদের অধিকার পদদলিত করে কখনোই শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আর শান্তি ও গণতন্ত্র না থাকলে উন্নয়নও আশা করা যায় না।

পাহাড়িদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি রচনা করা হলে তখনই একমাত্র বিশ্বের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শান্তির মডেল উপস্থাপন করা সঙ্গত ও স্বার্থক হবে।

৫-৬ জুন দু'দিনব্যাপী জাতীয় কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত

সংবিধানে সকল জাতির ও ভাষাভাষির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতির দাবি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গত ৫-৬ জুন দুই দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটি এই কনভেনশনের আয়োজন করে। কনভেনশন থেকে সংবিধানে সকল জাতি ও ভাষাভাষির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতির দাবি জানানো হয়।

ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটির সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কনভেনশন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড.আকমল হোসেন, বিশিষ্ট উর্দু কবি আহমেদ ইলিয়াস, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)এর সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, গ্রেটার সিলেট আদিবাসী ফোরামের সভাপতি পিডিসন প্রধান, চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্টের সভাপতি পরিমল সিং বাড়াইক, ক্ষুদ্র শরনার্থী নেতা স্নেহ ত্রিপুরা এবং উর্দুভাষী ইয়ুথ পিপলস রিহেবিলিটেশন ফ্রন্ট এর সভাপতি মোহাম্মদ সাদাকাত খান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হাসিবুর রহমান।

সভাপতির ভাষণে বদরুদ্দীন উমর বলেন, আজকের কনভেনশনে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অস্তিত্ব বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত নয়। ১৯৭২ সালে যাঁরা সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙালী পরিচয় দিয়ে এখানে যে অন্য জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করেছিলেন। যাঁরা এধরনের সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁদের মত জাতিবিদ্বেষী আর কোথাও নেই।

পাকিস্তান আমলে '৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যেসকল প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের দিয়ে '৭২সালের সংবিধান অনুমোদন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে নতুনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে এ সংবিধান অনুমোদন হয়নি। তাই এক অর্থে '৭২ সালের সংবিধানই অবৈধ। তাই পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থ নিয়ে যে লাফালাফি তা ইতিহাসিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন, আমেরিকা আমাদের শেখাচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে মডারেট মুসলিম রাষ্ট্র। কথায় কথায় জঙ্গী -জেহাদ শব্দগুলো আমরা আঁওড়াচ্ছি। বহুজাতির দেশ বাংলাদেশকে এভাবে চিহ্নিত করে মৌলবাদ-জঙ্গীবাদ বলে সমগ্র সংগ্রামকেই আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

বদরুদ্দীন উমর বলেন, আজকাল দেড়ে-গেয়ে দিবসভিত্তিক কর্মসূচি পালন করে, সাম্রাজ্যবাদের অর্থে প্রোগ্রাম করে আদিবাসী নাম দিয়ে যা করা হচ্ছে তা সমগ্র জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা করার প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি জাতিসত্তাসমূহের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে তাদের নিজস্ব অধিকার বিষয়ে সচেতন হতে আহ্বান জানান। যাঁরা শোষিত হচ্ছে তাঁদেরকে লড়াইয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু চেতনা নয় সংগঠনও গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপক আকমল হোসেন স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাঙালী জাত্যাভিমান এবং ধর্মীয়ভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পরিচয়ের চেষ্টার কারণে বাংলাদেশে অন্য জাতিসত্তার অধিকার চাপা পড়ে গেছে। তিনি বলেন, এত সংগঠন থাকতে কেন নতুন সংগঠন? একদিন আমরা দেখছি যে জাতি নিপীড়িত হয় শুধমাত্র সে জাতিই প্রতিবাদ করে। সকল নিপীড়িত জাতির প্লাটফরম গঠন করে সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে এ কনভেনশনের উদ্দেশ্য। যার মাধ্যমে ব্যাপকমাত্রায় প্রতিবাদ করা যাবে। তিনি আরো বলেন, অনিমেষ চাকমাসহ যারা শহীদ হয়েছেন তারা শুধু সে জাতিসত্তার বীর নন, তারা সমগ্র দেশের প্রতিবাদী কণ্ঠও।

ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা বলেন, প্রত্যেক ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে সুবিধাভোগী উচ্ছিষ্টভোগী থাকে, যারা প্রকৃত লড়াই না করে ক্ষমতাভোগীদের ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। যারা প্রকৃতভাবে জাতিসত্তার মুক্তি চায় তাদেরকে এসকল বাধা মোকাবেলা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও সন্তু লারমা আন্দোলন সংগ্রাম বিকিয়ে দিয়ে আর জনগণের প্রকৃত সংগ্রাম যাতে গড়ে না ওঠে তার জন্য এখন যারা সংগ্রামী তাদের হত্যার কর্মসূচি নিয়েছেন। এ পর্যন্ত আমাদের পার্টির দুই শতাধিক নেতা-কর্মি নিহত হয়েছেন। শহীদ অনিমেষ তার শেষ সংযোজন। আর এই হত্যাকারীদের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের কতিপয় বামপন্থী ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে উসকে দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, ইউপিডিএফ-ই প্রকৃত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, সেমিনার , টকশো করে যারা লড়াইকে শৌখিন মধ্যবিত্তের কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ করতে চায় ইউপিডিএফ তা সমর্থন করে না।

তিনি আরও বলেন, ইউপিডিএফ সকল ধরনের লড়াই সংগ্রামে জনগণের পাশে রয়েছে। তেল-গ্যাস রক্ষার সংগ্রাম, রূপগঞ্জ, কানসাটের জনগণের ন্যায্য সংগ্রামেও ইউপিডিএফ সক্রিয় সমর্থন যুগিয়েছে। তাই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ন্যায্য সংগ্রামেও ইউপিডিএফ পাশে থাকবে। তবে অক্টোপাসরূপী উচ্ছিষ্টভোগীদের বিষয়েও সদা সতর্ক থাকতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা বলেন, আজ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যখন জনগণ শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করছে তখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসত্তাসমূহের এই কনভেনশন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বর্তমান সরকার উলফা নেতাদের ধরে ধরে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চায় না জাতিসত্তার মুক্তির আন্দোলন গড়ে উঠুক।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান, রাষ্ট্র ও মেহনতি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসত্তাকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

খাসী জনগোষ্ঠীর নেতা পিডিসন প্রধান বলেন, সিলেটে আমরা নিজেদের উদ্যোগে সংগঠন গড়ে তুলছি। বিভিন্ন এনজিও ফিলিপাইনের ম্যানিলায় নিয়ে সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে ওকালতি করলে আমাদের প্রতিনিধি সেখানে গিয়ে তার প্রতিবাদ করে এবং প্রজেক্টটি বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়।

বিশিষ্ট উর্দু কবি আহমেদ ইলিয়াস বলেন, বাংলাদেশে উর্দুভাষী ৭/৮ লাখ রয়েছে, তাদের নাগরিক স্বীকৃতি নেই। একদিন আমাদের ঘর-বাড়ী, দোকান, স্কুল সব ছিলো। এখন কিছুই নেই। এ কনভেনশন উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতির লড়াইয়ে সমর্থন জানাচ্ছে এটা আমাদের জন্য প্রেরণার।

চা-বাগানে কর্মরত বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধির নেতা পরিমল সিং বাড়াইক বলেন, আমাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন এনজিও ব্যবহার করছে। তাদের প্রোগ্রামে এসে আমরা নেচেছি, গেয়েছি। কিন্তু মুক্তির প্লাটফরম পাইনি। এই কনভেনশন মুক্তির সত্যিকার প্লাটফরম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশনে বদরুদ্দীন উমর তার বক্তৃতায় বলেন, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত মুক্তির জন্য রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলনসহ মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী পরাধীনতার গণ্ডি পেরিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেও এখনো তাদের মুক্তি মেলেনি। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দর ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসীত বিকাশ খীসা, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড. আকমল হোসেন প্রমুখ।

কনভেনশনের দ্বিতীয় ও সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠায় **'জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ'** নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়।

সংগঠনটির সভাপতি মন্ডলীতে রয়েছেন কামেল মার্ডি, মোস্তাক আহমদ, আলবার্ট সরেন, পিডিশন প্রধান সুচিয়াং, আনন্দ মোহন সিনহা, প্রসিত বিকাশ খীসা, আকমল হোসেন, ফয়জুল হাকিম ও হাসিবুর রহমান। অন্যরা হলেন- সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক খালিদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক পরিমল সিং বাড়াইক, টুডু শমুয়েল, মোহাম্মদ সাদাকাত খান, ফেটিন তজ্জ্যা ও মো: আফজাল হোসেন এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সম্পাদক জীমপল সিনহা।

কনভেনশন শেষে এক র‌্যালী বের করা হয়। র‌্যালীটি টিএসসি থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

তাইন্দং-এ এক পাহাড়িকে নিজ জায়গা থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

॥ তাইন্দং প্রতিনিধি॥

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের মুকদাম পাড়ার কার্বারী রবি মোহন চাকমা (৫০) পিতা মৃত কমল চরণ চাকমাকে নিজ জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে দেয়ার জন্য সেটেলার বাঙালিরা পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত তিন বছর আগে থেকে রবি মোহন চাকমা তার দখলীয় ৩ একর জায়গার উপর মিশ্র ফলের বাগান (আম, লিচু ইত্যাদি) গড়ে তুলেছেন এবং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি সেখানে বসবাস করে আসছেন। উক্ত জায়গার তার বন্দোবস্তি মামলার কেস নং ২২২/৯৮।

কিন্তু ইদানিং তাইন্দং ইউনিয়নের বটতলি বাজারের ইউনুস মিঞা ও ফরিদ মিঞা উক্ত জায়গাটি তাদের দাবি করে তাকে জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে রবিমোহন চাকমা জানিয়েছেন। নতুবা তারা মোটা অংকের টাকা দাবি করছেন বলেও তিনি জানান। ফলে নিজ জায়গা থেকে যে কোন মুহূর্তে উচ্ছেদ হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে তিনি প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ রুইখই মারমার ২য় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ রুইখই মারমা ২য় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত ২ অক্টোবর বিকাল ৩টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নারাঙখিয়াস্থ পাইওনিয়ার ক্লাবে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা সমন্বয়ক কালোমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কনিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, খাগড়াছড়ি পৌর কাউন্সিলর মিলন দেওয়ান মনাই ও সমাজ সেবক মঙ্গুলাল দেওয়ান।

বক্তারা শহীদ রুইখই মারমাকে স্মরণ করে বলেন, রুইখই মারমা অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সারিতে ছিলেন। ভূমি বেদখল, সেনা নির্যাতনসহ তিনি সরকারের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

বক্তারা অবিলম্বে রুইখই মারমার হত্যাকারীদের গ্রেফতার, বোরকা সন্ত্রাসীদের সেনা মদদদান বন্ধ করার দাবি জানান।

এছাড়া লক্ষীছড়ি ও মানিকছড়িতে শহীদ রুইখই মারমার ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিঘীনালা কলেজে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট

৬ষ্ঠ পাতার পর

জাদায়ের আন্দোলনকে বেগবান করতে পিসিপি'র পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়ির জেলার দিঘীনালা কলেজে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সাথে দিঘীনালা কলেজের নবীন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

গত ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় দিঘীনালা কলেজ হলরুমে অনুষ্ঠিত কমিটি গঠন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি রজেন্টু চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা, দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি আলো জীবন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি রবিলাল চাকমা, দিঘীনালা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল তরুণ কান্তি চাকমা ও একাউন্টিং বিভাগের অধ্যাপক দুলাল হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার শিল্প-সাহিত্য সম্পাদক নাণ্টু চাকমা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে অংকন চাকমাকে সভাপতি, বিজয় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নাণ্টু চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট দিঘীনালা কলেজে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

কাচলং ডিগ্রি কলেজে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

গত ১১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার কাচলং ডিগ্রি কলেজে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)'র ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে সকাল ১১টায় বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী ইউনিয়নের সুবর্ণ বৌদ্ধ বিহারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক অরুণ চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, কেন্দ্রীয় সদস্য মিটন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এর বাঘাইছড়ি ও সাজেক ইউনিটের সংগঠক সমশক্তি চাকমা ও জুয়েল চাকমা।

সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে মিশন চাকমাকে আহ্বায়ক, নিউটন চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং তপন চাকমা ও নিপন চাকমাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

শিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে মহালছড়ি ও গুইমারায় পিসিপি'র বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

"শিক্ষা দিবসকে" সামনে রেখে সকল জাতিসত্তার নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার এবং সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ও গুইমারা থানা শাখার উদ্যোগে মহালছড়ি ও গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১১টার সময় মহালছড়ির উপজেলার মহালছড়ি কলেজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে টিএনটি বাজার মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি থানার সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বময় চাকমা, পিসিপি'র মহালছড়ি থানার সদস্য সচিব ম্যাজিক দেওয়ান, জেলা সভাপতি আপ্রুসি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সদস্য এচিং মারমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য মিটন চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক পলাশ চাকমা।

অন্যদিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা থানা শাখার উদ্যোগে সকাল ১০টায় গুইমারা স্কুল গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে টাউনহল সংলগ্ন মাঠে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর জেলা সভাপতি মাম্রী চাকমা, পিসিপি'র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও কেন্দ্রীয় সদস্য সিমন চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন অংকন চাকমা।

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নবীন বরণ

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ ও খাগড়াছড়ি সরকারী মহিলা কলেজের নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ আগস্ট সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সদরের সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হল রুমে অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের সমন্বয়ক কালোপ্রিয় চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, সহ সভাপতি কাহ্লাচিং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক পুতুলি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার সভাপতি সুজেল চাকমা ও মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার সভাপতি অংকন চাকমা। এছাড়া নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রী নাহিমা আক্তার, পারুলী তালুকদার ও স্মৃতিকণা চাকমা এবং খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের ছাত্রী থৈজনা মারমা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সদস্য সুপ্রিয় চাকমা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সঞ্চীপন চাকমা। এবং নবীনদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন

অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে একটি করে রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দলীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

বক্তারা নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছাত্ররাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। ছাত্রদেরকেই জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সংগ্রামে আগামী দিনের যোগ্য সৈনিক হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশ বহু ভাষা ও বহু জাতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সাংবিধানিকভাবে জোর করে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অস্তিত্বকে চিরতরে মুছে দিতে চাইছে। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না। এই চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

নবীন বরণ অনুষ্ঠান থেকে বক্তারা অবিলম্বে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে নিজ নিজ জাতিগত পরিচয়ে স্বীকৃতি, নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানান।

খাগড়াছড়ির কমলছড়িতে এক পাহাড়ি নারী খুন

গত ১ অক্টোবর, শনিবার খাগড়াছড়ি জেলা সদরের কমলছড়িতে এক পাহাড়ি নারীকে খুন করা হয়েছে। তার নাম প্রতিমা চাকমা (৩৩) স্বামী প্রতি বিকাশ চাকমা।

স্থানীয়রা জানান, সকাল আনুমানিক ১০টার সময় কৃষিজীবী স্বামী প্রতি বিকাশ চাকমার জন্য ভাত নিয়ে বের হয়েছিলো স্ত্রী প্রতিমা চাকমা। কিন্তু সন্ধ্যার পরও বাড়িতে ফিরে না আসায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাঁশ বাগানের পাশের একটি নালার মধ্যে গামছা দিয়ে পা বাধা অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। তার কান, নাক ও গলায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। হত্যাকারী তার গলায় পরিহিত স্বর্ণের চেইন, কানফুল ও নাকফুল খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাকে হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে মো: রফিক নামে এক সেটলারের বিরুদ্ধে তার স্বামী প্রতি বিকাশ চাকমা বাদী হয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

লামায় ৩ পাহাড়িকে হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় রূপসী পাড়া ইউনিয়নের শিলেরতোয়া নাইক্ষ্যংঝিরি এলাকায় গত ৩০ জুলাই সেটলার মো: আবু মুছা কর্তৃক একই পরিবারের ৩ পাহাড়িকে হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারী আবু মুছার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ শাখার উদ্যোগে গত ৬ আগস্ট, শনিবার সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ থেকে শুরু হয়ে মহাজন পাড়া ঘুরে শাপলা চত্বর যেতে চাইলে পুলিশ মহাজন পাড়ায় বাধা দেয়। ফলে সখান থেকে মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ারে এসে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুপ্রীম চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান। এছাড়া সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল মারমা ছাত্র সমাজের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক বাপ্পী মারমা ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের কলেজ শাখার সভাপতি সুনীল ত্রিপুরা।

বক্তারা হত্যাকারী আবু মুছার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জোর দাবি জানান।

একই দাবিতে গত ২ আগস্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

খাগড়াছড়ির বিভিন্ন থানায় পিসিপির কাউন্সিল সম্পন্ন : নতুন কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির বিভিন্ন থানায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। পিসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি সদর থানা, মহালছড়ি ও পানছড়িতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া দিঘীনালা ও কাচলং কলেজে পিসিপি'র কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন
১৯ সদস্যের কার্যকরী কমিটিসহ ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত

গত ২৯ সেপ্টেম্বর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। "সারা দেশে ভূমি দস্যু, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ছাত্রদের উপর সরকারের পুলিশ বাহিনীর হামলা এবং জাতিসত্তা ধ্বংসের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ছাত্র সমাজ গর্জে উঠুন" এই শ্লোগানে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সুপ্রিয় চাকমাকে সভাপতি, অরভিন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রিকেন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্যের কার্যকরী কমিটিসহ ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা সদরের মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠে কাউন্সিল উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রতিনিধি রিকো চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিক্সন চাকমা ও উপস্থাপনা করেন সুনয়ন চাকমা।

বক্তারা বলেন, সরকার জাতিসত্তাসমূহকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারী কলেজসমূহে সফর এবং বিভিন্ন কিছু দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কমান্ডার সরকারী কলেজে গিয়ে সেনা নিয়ন্ত্রিত ক্যান্টিন খোলার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন সেখানে কোন ধরণের রাজনৈতিক আলোচনা করা যাবে না।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, খাগড়াছড়ি জেলার মুক্তমঞ্চ আর মুক্তমঞ্চ নেই, তা সরকারের পুলিশ বাহিনীর মঞ্চে পরিণত হয়েছে। খাগড়াছড়ি গভমেন্ট স্কুলে পাশে পাহাড়ি ছাত্র ছাত্রীদের হোস্টেল বাতিল করে সেখানে বিয়াম ল্যাবোরেটরি স্কুল খোলা হয়েছে। বক্তারা সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে পুলিশের ব্যাপোরোয়া হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২৭(৪) ধারা বাতিল করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দায়ভার সরকারকে নিতে হবে।

সমাবেশ থেকে খাগড়াছড়ি কলেজের পাশে শান্তি নিকেতন হোস্টেল সেনা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে জনগণের হাতে ফেরত দান, খাগড়াছড়ি মুক্তমঞ্চকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বাস সেবা চালু করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অপারেশন উত্তরণ বাতিল করে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালী সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠ থেকে শুরু হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

১৭ সদস্য বিশিষ্ট মহালছড়ি থানা কমিটি গঠিত

"পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ সামিল ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ছাত্র -যুব-জনতা গর্জে উঠুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১১.০০ টায় মহালছড়ি কলেজের হল রুমে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মহালছড়ি থানার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে।

থানা শাখার প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ম্যাজিক দেওয়ানের সভাপতিত্বে কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের থানা শাখার সভাপতি সর্বানন্দ চাকমা, পিসিপি'র ঢাকা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মিটন চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যাচিংমং মারামা ও সভা পরিচালনা করেন রতন স্মৃতি চাকমা।

অধিবেশন শেষে ম্যাজিক দেওয়ানকে সভাপতি, রতন স্মৃতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং ক্যাচিংমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মহালছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়।

পানছড়ি থানা শাখার ৮ম কাউন্সিল সম্পন্ন
১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার ৮ম কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১ অক্টোবর, সকাল সাড়ে ১০টায় পানছড়ি ডিগ্রি কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার বিদায়ী সভাপতি বিমল চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি আপ্রুসি মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা প্রতিনিধি রিকো চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশন থেকে বক্তারা অবিলম্বে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা নির্যাতন ও সেনাশাসনের অবসান, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন, বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিল করে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানান।

অধিবেশন শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বিবর্তন চাকমাকে সভাপতি, সুমেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও পরম বিকাশ ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এছাড়া বিকাল ৩টায় পানছড়ি কলেজ গেইট এলাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়।

দিঘীনালা কলেজে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত

"জাতিসত্তার অধিকার ৫ম পাতায় দেখুন

থানচিতে বিজিবি কর্তৃক দুই কার্বারিকে নির্যাতনের অভিযোগ

বান্দরবানের থানচি উপজেলার দুর্গম বড় মদক এলাকার দুইজন কার্বারির (পাড়া প্রধান) ওপর বিজিবির এক কর্মকর্তা নির্যাতন চালিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই বিজিবি কর্মকর্তার শাস্তি ও কার্বারিদের চিকিৎসার দাবিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থানচি উপজেলাবাসীর ব্যানারে এলাকাবাসী মানববন্ধন করে।

বিজিবি কমান্ডারের কার্বারীগণকে লেখা চিঠি

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিজিবি'র ১০ ব্যাটেলিয়নের বলি পাড়া জোনের অধীন বড় মদক বিওপির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন রাশেদ ২৫টি পাড়ার কার্বারিকে গণসংযোগ সভায় ডাকেন। প্রত্যেক কার্বারিকে চিঠি দিয়ে পাঁচ কেজি করে মোরগ নিয়ে যাওয়ার জন্যও বলা হয়। সভা শেষে ওই বিওপি অধিনায়ক বড় মদক বাজার পাড়া কার্বারি বাথোয়াই অং মারমা ও বড় মদক তিত্তর পাড়ার কার্বারি খ্যাইংসোথুই মারমাকে বিওপিতে রেখে দেন।

বাথোয়াই অং ও খ্যাইংসোথুই কার্বারি মানববন্ধন চলাকালে অভিযোগ করেন, মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান লিবারেশন পার্টির (এএলপি) লোকজনকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলে ওই ক্যাপ্টেন তাঁদের হাতে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে কিল-ঘুষি ও লাঠি দিয়ে তাঁদের বেদম মারধর করেন। এ সময় তাঁরা সাংবাদিকদের একটি চিঠি দেখান, যে চিঠিতে পাঁচ কেজি মোরগ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, চিঠিটি ওই ক্যাপ্টেনের লেখা।

স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে থানচি উপজেলাবাসীর ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধনে ওই ক্যাপ্টেনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নির্যাতনের শিকার কার্বারিদের চিকিৎসার দাবি করা হয়।

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে খাগড়াছড়িসহ

শেষ পাতার পর

শিশির বিন্দু চাকমা প্রমুখ।

বান্দরবান জেলা:

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বান্দরবান জেলা সদরের বালাঘাটায় ইউপিডিএফ-এর অফিস কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা আহ্বায়ক অংথোয়াই মারমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক সজিব তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক প্রুচিংথোয়াই মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর বান্দরবান জেলা সমন্বয়ক ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ও শুভাকাঙ্ক্ষী শান্তি বাবু বিহাং প্রমুখ।

ঢাকা:

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে থেকে এক মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ করে টিএসসি ঘুরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক থুইক্যাসিং মারমা ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাকিউল আলম প্রমুখ।

উপরোক্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি মেনে নেয়া, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেমুতাঙের গ্যাস স্থানীয় চাহিদা পুরণ না করে বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্র বন্ধ করা, নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের ষড়যন্ত্র বন্ধ করা ও বৈষম্যমূলক শিক্ষা নীতি বাতিল করা, খাগড়াছড়ি কলেজের সম্প্রীতি শান্তি নিকেতন ছাত্রাবাস সেনা নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ফিরিয়ে দেয়া, বান্দরবান-খাগড়াছড়ি-রাঙামাটির সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হোস্টেল সমূহ খুলে দিয়ে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের পড়াশুনার সুযোগ দেয়া, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি ও অযোগ্যদের নিয়োগ বাতিল করা, বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নামের অযোগ্য ব্যক্তিদের বরখাস্ত করা; শিক্ষা নিয়ে তাদের বাণিজ্য করতে না দেয়া, জেলা শহর এলাকায় ছাত্রদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালু এবং ছাত্রদের কনসেশন দেয়া; চলাচল ও ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যাত্রী ছাউনি এবং স্থানে স্থানে স্পিড ব্রেক স্থাপন করা, সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুমে পত্রিকা ও প্রয়োজনীয় বইপত্র সরবরাহ করার জোর দাবি জানান।

সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচারের

প্রথম পাতার পর

স্থাপন করা হয় তাহলে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেকার সমস্যা নিরসন হবে।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শানে আলম ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বাঁশরী মারমা বলেন, সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা মেটাতে হবে।

খাগড়াছড়ি পৌরসভার কাউন্সিলর মিলন দেওয়ান মনাছ বলেন, প্রথমে আমাদেরকে সেমুতাঙ গ্যাসক্ষেত্রে কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ রয়েছে তা জানা দরকার। এই গ্যাস পাওয়া পার্বত্যবাসীর ন্যায্য অধিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে এই গ্যাস বন্টন করতে হবে। আমাদের উচিত হবে গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং গ্যাস প্রাপ্তি সহ ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গণআন্দোলন সৃষ্টি করা।

ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ না করে সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেমুতাঙের গ্যাস খাগড়াছড়িবাসীকে সরবরাহের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

পাহাড়ি-বাঙালি সকলের একটিই দাবি, সেটা হলো সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে সরবরাহের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা পূরণ করা। কাজেই গ্যাসের ন্যায্য দাবিতে সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে সেমুতাঙ গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হওয়ার পর এবারেই প্রথম বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স সেমুতাঙ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করেছে। চলতি অক্টোবর মাস থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহের কথা জানা গেছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল

শেষ পাতার পর

পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ একটি বহু জাতিক ও বহু ভাষিক রাষ্ট্র। কিন্তু সরকার বাংলাদেশকে একজাতি রাষ্ট্রে পরিণত করতে সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে সরকার এদেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চাইছে।

বক্তারা আরো বলেন, সরকার শুধু বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে পঞ্চদশ সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্থায়ীভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের মহান আত্মত্যাগ ও অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার এবং সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকগণের সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অতীতেও বাঙালি বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ক্ষমতার মসনদে বসে শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশকে একক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাহাড়ি জনগণকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ শেখ মুজিব ও উগ্রবাঙালি জাতীয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠির চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তা মেনে নেয়নি। বর্তমানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তাও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতির জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না।

বক্তারা বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল-গ্যাসসহ খনিজ সম্পদ লুন্ঠনের প্রক্রিয়া চলছে। পাহাড়িদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে। বক্তারা সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনাশাসনের অবসান, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নেয়ার জোর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের জের

বাঘাইছড়িতে আওয়ামী লীগের ৪ নেতা গণরোষের শিকার

॥ বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি ॥

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে চিংকিউ রোয়াজাসহ আওয়ামী লীগের ৪ নেতা গণরোষের শিকার হয়েছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ৮টার সময় সাংগঠনিক কাজ শেষে তারা রূপকারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমার বাড়িতে যান। সেখানে তারা মদ পান করেন। এসময় তারা এ গণরোষের শিকার হন।

কিছুদিন পূর্বে জেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকারী শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও জেলা পরিষদের বরাদ্দের বিভিন্ন অনিয়ম এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিসমূহকে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করায় আওয়ামী লীগ দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছিল। বাঘাইছড়ির জনগণ চিংকিউ রোয়াজাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

গণরোষের শিকার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দরা হলেন সাবেক জেলা পরিষদের সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চিংকিউ রোয়াজা, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জে এফ আনোয়ারা চিনু, জেলা পরিষদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বৃষকেতু চাকমা ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা কেরল চাকমা।

পানছড়িতে পাহাড়ি নারীকে

৩য় পাতার পর

প্রতিবাদ করার জন্য বক্তারা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষণকারী মো: করিমকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনাশাসনের অবসান ও সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসনের দাবি জানান।

অন্যদিকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। বিকাল ৩টায় চেঙ্গী ব্রিজ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে পানছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে কলেজ গেইটে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রবি কমল ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক বিবর্তন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সদস্য সচিব বরুণ চাকমা।

এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৭ আগস্ট খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার উদ্যোগে সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের দক্ষিণ গেইট থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার পর্যন্ত যায়। সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সুনয়ন চাকমার উপস্থাপনায় এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা ও তথ্য প্রচার সম্পাদক কইজলা মারমা। এছাড়া অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল (বিএমএসসি)-এর খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মংশিপ্রু মারমা, সদস্য বাকলু মারমা। এছাড়াও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম (টিএসএফ) এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১১টার সময় পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মোল্লা পাড়া গ্রামের মো: করিম (২৩) পিতা-অজ্ঞাত প্রত্যন্ত গ্রাম মরাটিলার কর্ক পাড়ায় ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ঐ নারীর জুম ঘরের বাসায় গিয়ে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না।

আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি

প্রথম পাতার পর

কয়েকজন সদস্য বা সমর্থক আমাকে দেখতে পায়। তারাই আমাকে বিশটি মামলার আসামী উল্লেখ করে র‍্যাবের কাছে খবর দেয়। কিন্তু র‍্যাব এই তথ্যের সত্যতা না পেয়ে আমার বিরুদ্ধে নতুন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ এ একে এম শামসুল ইসলামের আদালত গত ২৯ মে ২০১১ উক্ত মামলার জামিন আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর আমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও সাদা পোষাকধারী র‍্যাব সদস্যরা আবার আমাকে জেলগেট থেকে আটক করে পাহাড়তলি থানায় নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জুরাছড়ির একটি হত্যা মামলার সাথে জড়িয়ে আবার জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি জেলা জজ আদালত ওই মামলারও জামিন মঞ্জুর করে। কিন্তু জামিনের আদেশনামার কপি ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানো হলেও আমাকে ছেড়ে দিতে গড়িমসি করা হয়। পরে আমার নিয়োজিত এটর্নির বহু চেষ্টার পর পরদিন অর্থাৎ ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে আমি চট্টগ্রাম জেল থেকে ছাড়া পাই। আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার নম্বরগুলো হলো ১১/২০১১, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৮০/২০১১ ও দায়রা মামলা নং ৭৩৯/২০১১।

উল্লেখ্য গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ চট্টগ্রাম মহানগরের অলংকারের বনিকপাড়ায় তার এক বন্ধুর বাসা থেকে র‍্যাব সদস্যরা মাইকেল চাকমাকে গ্রেফতার করে। এরপর তার বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে অস্ত্র ও মাদক মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়।

২য় বর্ষ । ৫ম সংখ্যা । ৫ অক্টোবর ২০১১ ।

জাতীয় ডাক

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় পিসিপি'র ছাত্র সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান সহ বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাগড়াছড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং অন্যান্য জায়গায় স্থানীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়।

খাগড়াছড়ি :
"আমরা বাঙালি নই, সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে, পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি মেনে নাও এবং সেযুতাজের গ্যাস বাইরে পাচার হতে দেব না" এই দাবিসমূহকে সামনে রেখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গত ১৭ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ছাত্র সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশটি খাগড়াছড়ি উপজেলা পরিষদ মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসন অনুমতি না দেয়ায় সেখানে সমাবেশ করা যায়নি। পরে সকাল ১১টায় স্বনির্ভর বাজার থেকে একটি র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি চেঙ্গী স্কোয়ার যেতে চাইলে পুলিশ উপজেলা পরিষদ এলাকায় আটকিয়ে দেয়। পরে র‍্যালীটি সেখান থেকে নারানখিয়া, উপালি পাড়া, কলেজ পাড়া ঘুরে শান্তি নিকেতন মাঠে গিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কনিকা দেওয়ান বক্তব্য রাখেন। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলা থেকে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশ ও র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশ শেষে শান্তি নিকেতন মাঠ থেকে আবার একটি র‍্যালী বের হয়ে খবংপুয্যা ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

রাঙামাটি জেলা :

রাঙামাটি সদর (কুদুকছড়ি) : রাঙামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে কুদুকছড়ি বাজার মাঠে সকাল ১১টায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা ও রাঙামাটি জেলার শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা। উপস্থাপনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা শাখার সদস্য জ্যোতি চাকমা।

নানিয়াচর : নানিয়াচর থানা কমিটির উদ্যোগে নানিয়াচর উপজেলার রেস্ট হাউজ মাঠে দুপুর ১২টায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য টিটু বিকাশ চাকমা, নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিদ্যু খীসা, নান্যাচর কলেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি প্রিয়লাল চাকমা। সমাবেশ শেষে মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে মিছিল বের করা সম্ভব হয়নি।

কাউখালী : কাউখালী থানা কমিটির উদ্যোগে কাউখালী উপজেলার খাদ্য গুদাম মাঠ থেকে সকাল ১১ টায় এক মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কাউখালী হাইস্কুল মাঠ ঘুরে আবার খাদ্য গুদাম মাঠে গিয়ে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, কাউখালী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ম্যাকলিন চাকমা, কাউখালী হাইস্কুল কমিটির সাবেক সভাপতি উৎপল চাকমা প্রমুখ।

বরকল : সুবলং ইউনিয়নে সুবলং বাজার মাঠে সকাল ১১.০০ টায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা, জুরাছড়ি থানা শাখার সভাপতি প্রমোদ বিকাশ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইটন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের জুরাছড়ি থানার প্রতিনিধি পরেশ চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর সুবলং ইউনিয়নের প্রতিনিধি বিকল্প চাকমা।

বাঘাইছড়ি : পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে রূপকারী স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে ১১টায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি অটল চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য মিটন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আক্রুসি মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অরুপ চাকমা, রূপকারী এলাকার মরুশ্রী

৭ম পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে যুব র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি

"বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদ ও পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের" দাবিতে খাগড়াছড়িতে যুব র‍্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে গত ৯ আগস্ট, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠিত র‍্যালীটি খাগড়াছড়ি জেলা সদরের খবংপুয্যাস্থ ইয়ংস্টার ক্লাব থেকে শুরু হয়ে ফায়ার ব্রিগেড, বাস স্টেশন, চেঙ্গী স্কোয়ার, কলেজ গেট, উপজেলা পরিষদ ঘুরে স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতির ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালীতে বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৪ শতাধিক যুবক-যুবতী লাল পতাকা হাতে অংশ গ্রহণ করেন। র‍্যালীর সামনের সারিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও ইউপিডিএফ-এর পতাকা প্রদর্শন করা হয়। র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীরা 'বাঙালি জাতীয়তা মানি না, পঞ্চদশ সংশোধনী আইন বাতিল কর, পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নাও, নিজের জাতি পরিচয় নিয়ে থাকব, বাঙালি হব না, যুব সমাজ জেগে ওঠ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও '... ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন বহন করে।

র‍্যালী শেষে স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবনের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুগ্রীম চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য মিন্টু ত্রিপুরা জিকো, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আক্রুসি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাত্রী চাকমা ও সাজেক নারী সমাজের সদস্য ও সাজেক ইউনিয়নের মেম্বার জোৎস্না রানী চাকমা। সমাবেশ

৭ম পাতায় দেখুন

বান্দরবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক দুই স্কুল ছাত্রের জামিনে মুক্তি লাভ

বান্দরবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক দুই স্কুল ছাত্র জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৮ আগস্ট দুপুর ২টার দিকে বান্দরবান জেলা জজ আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করলে তারা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন চ্রাচিং মারমা ও অংক্রোথুই মারমা। তারা দু'জনই বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে গত ২০ জুলাই ইউপিডিএফ-এর ডাকা সড়ক ও নৌপথ অবরোধের সমর্থনে পিকেটিং করার সময় মেঘলা পর্যটন এলাকা থেকে সেনাবাহিনী তাদের আটক করে বান্দরবান থানায় হস্তান্তর করে। তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(ক) ও খ(৩) ধারায় মামলা দায়ের করে বান্দরবান জেল হাজতে পাঠানো হয়।

পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী ধর্ষিত

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী (১৮) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তার স্বামীর নাম পুষ্প রঞ্জন ত্রিপুরা, গ্রাম কর্ক পাড়া (মরাটিলা), উল্টাছড়ি ইউনিয়ন, পানছড়ি। সে এক সন্তানের জননী।

জানা যায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১১টার সময় পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মোল্লা পাড়া গ্রামের মো: করিম (২৩) পিতা-অজ্ঞাত প্রত্যন্ত গ্রাম মরাটিলার কর্ক পাড়ায় অবস্থিত ঐ নারীর জুম ঘরের বাসায় হাজির হয় এবং তার কাছ থেকে পানি চায়। সে করিমকে পানি খেতে দেয়। এ সময় তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। সে তাঁর দেড় বছরের শিশুটিকে নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন এবং শিশুটিকে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মো: করিম তার চুলের মুঠি ধরে টান দিয়ে গলা টিপে ধরে এবং তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় সে (ঐ নারী) চিৎকার দিলে মো: করিম তার শিশুটিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ এখনো ধর্ষক মো: করিম গ্রেফতার করতে পারেনি।

সন্তু গ্রুপের সদস্য হওয়ায় সেনাবাহিনী দুই চাঁদাবাজকে ছেড়ে দিয়েছে

জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্য হওয়ায় দুই চাঁদাবাজকে ছেড়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী। গত ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টার সময় মাইনী জোনের ৪০ বেঙ্গল দুরছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার (সুবেদার) মো: রফিক এর নেতৃত্বে জেএসএস সন্তু গ্রুপের দুই সদস্যকে চাঁদাবাজি করার সময় চাঁদা আদায়ের রশিদ বই সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে। এরা হলো বাঘাইছড়ি উপজেলার পাকুজ্যা ছড়ি গ্রামের নন্দ বিকাশ চাকমার ছেলে বিনয় চাকমা (২৫) ও দিঘীনালা উপজেলার বাসিন্দা রিটেন চাকমা (২৪)। মূলত: এরা দীর্ঘদিন ধরে বাঘাইছড়ির দুরছড়ি বাজারে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করে আসছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেনারা তাদেরকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করার জন্য বাঘাইছড়ি থানায় নিয়ে আসার পথে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র কমান্ডার আবিষ্কার চাকমার লোক বলে উপরের নির্দেশে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনার পর এলাকার জনমনে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।